দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৭৫ কলাম ৭

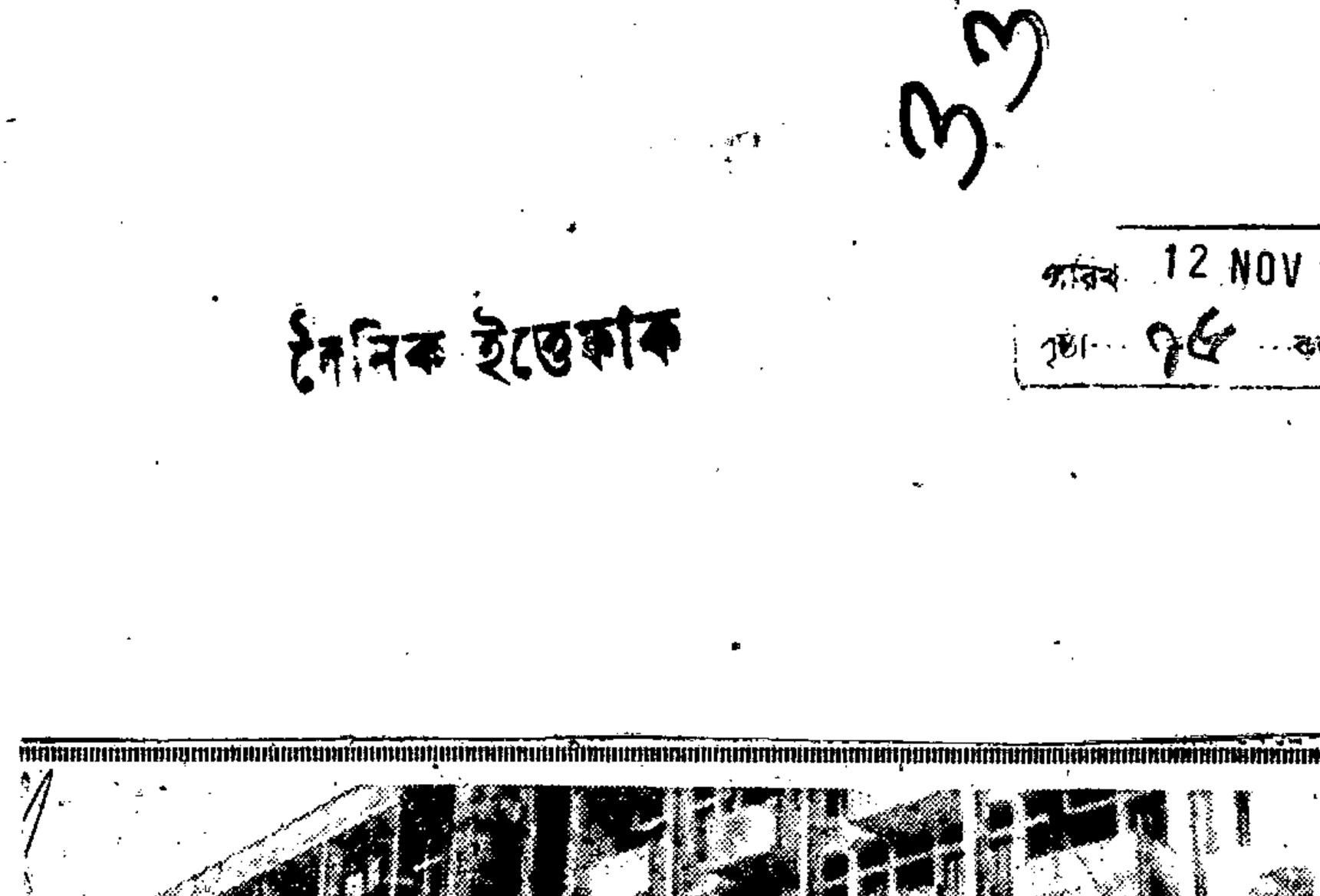

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল

সীট খালি নাই

মফস্বল থেকে কলেজ জীবন শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে হলে উঠার জন্য চেষ্টা করে অনেকেই। কারণ ঢাকায় নিকট আত্মীয় থাকলেও তাদের বোঝা হয়ে আর কদিনইবা থাকা যায়? তাই প্রথমে দিনের পর দিন হলে পরিচিত কারো সিটে ডাবলিং করে, কখনো ফ্লোরিং করে থাকে। মাসের পর মাস চলে যায় এভাবে। তারপর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এক সময় সিট পাওয়া যায়।

আবার কেউ কেউ ঢাকায় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও হলে থাকে। হল জীবনে আলাদা একটা থ্রীল আছে। একেবারে স্বাধীন জীবন। বাবা-মায়ের কাছ থেকে 'পড়াশোনা কর' এ রকম কথা শুনতে হয় না। নিজের ইচ্ছেমত চলা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে যারা থাকে তাদের কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয় এমন অভিযোগ আগেও পাওয়া গেছে, এখনও সে অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। দেখা যায়, প্রতিটি হলে ছাত্র পরিচয়ে প্রভাবশালী ছাত্রের আত্মীয় থাকছে দু-একজন করে। তারা মাসের পর মাস থাকছে। কেউ কিছু ভয়েও বলে না। যার ফলে সাধারণ ছাত্রদের অসুবিধায় পড়তে হয়। তারা দরখাস্ত করেও সঠিক সময় হলে জায়গা পাচ্ছে না। ভুক্তভোগী কিছু ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের কথা হয়-

আকতার হোসেন সীমান্ত, মুন্সীগঞ্জ থেকে এসে ক্লাস করে। প্রতিদিন ক্লাস করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে সকালে ক্লাসগুলো প্রায়দিন করতে পারে না। কোন কোনদিন একটামাত্র ক্লাস থাকে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। তাকে একটিমাত্র ক্লাসের জন্য আসতে হয় মুন্সীগঞ্জ থেকে। সে হলের জন্য দরখাস্ত করেও হলে সিট পাচ্ছে না। ঢাকায় ওর তেমন পরিচিত কেউ নেই যে তার বাসায় উঠবে।

ইফতেখার আহমেদ হলের নাম উল্লেখ না করে জানাল, আমি একটি হলের কথা জানি। সেই হলে কলেজ পড় য়া এক ছাত্র থাকে। কারণ তার বড় ভাই একটা ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। কলেজ পড় য়ার রুমে আরো দুইজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড় য়া ছাত্র থাকে। কিন্তু ঐ সিটটা খালি থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড় য়া আরেকজন ছাত্র থাকতে পারতো। ঐ কলেজ পড় য়া ছাত্র বেশ দাপটের সঙ্গে হলে থাকছে দীর্ঘদিন ধরে। কেউ কিছু ভয়ে বলছে না।

সুলফর রহমান নাদিম জানাল, আমি গত ছমাস ধরে হলে সিট পেয়েছি। কিন্তু তারপরেও নিজের সিটে থাকতে পারছি না। কারণ ঐ রুমে থাকতে হলে আমাকে রাজনীতি করতে হবে। মিছিলে যেতে হবে। আমি ওসবে নিজেকে জড়াতে চাই না। তাই আমার এক বন্ধুর সিটে কষ্ট করে ডাবলিং করছি।

আতাউল ইসলাম দুলাল জানাল, হলে সিট না পেয়ে সে একটি ছোট খুপরির মতো ঘরে দু'শো টাকা দিয়ে থাকে। সেখানে সে রাতে শুধু পড়াশোনা করে আর ঘুমায়। আর সারাদিনতো ব্যাপাসেই থাকে। দুলালের বাড়ি সিলেটে। চুপচাপ শান্তশিষ্ট দুলালের তেমন বন্ধু না থাকায় কোন হলের সিটে ডাবলিং বা ফ্লোরিংও করতে পারেনি। দুলাল জানাল, সিটের জন্য দরখাস্ত করেছি। কিন্তু সিটের জন্য মেধা কোরও যে একটা ব্যাপার এটার কারণে সিট পাচ্ছি না। হলে থাকতে হলে কেন ভালো ছাত্র হতেই হবে আমি বুঝি না। যারা মধ্যমমানের ছাত্র তাদের জন্য এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

আমরা আশা করবো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সচেতন হলে এ ব্যাপারে সমস্যা দূর করা কোন কঠিন কাজ নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলি। ছাত্র সংগঠনগুলো দেশের বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদের মিছিলে বক্তৃতায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে নানা রকম শ্লোগান উচ্চারণ করে। তাদের সেই মিছিলের জোয়ার দেখে স্বৈরশাসক গদি ছেড়ে দেয়, বানা অন্যায় ভেসে যায় বানের জোয়ারের সঙ্গে আর হলের অভ্যন্তরে এই ধরনের অন্যায় দূর করা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছাত্রনেতারা একটু সচেতন হলে হলের অভ্যন্তরে এই ধরনের ঘটনার অবসান করা কোন কঠিন কাজই নয়। আমরা চাই হলে থেকে একটি তরুণ নিশ্চিন্তে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। হলের পরিবেশ সুন্দর হোক, সে আশা আমাদের সকলের।

❑ সারওয়ার-উল-ইসলাম